বাংলা ক্যালেন্ডারের বিবর্তন

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

ভাষার জন্য জীবন দেওয়া একমাত্র জাতি বাঙালি। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের পঞ্জিকা বাংলা সন। ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। এ বছর গ্রেগরীয় পঞ্জিকার সাথে বাংলা তারিখের সমন্বয় করার জন্যে বাংলা পঞ্জিকায় পরিবর্তন এনেছে বাংলা একাডেমি।

ক্যালেন্ডারের ইতিহাস বহু পুরনো। আরও সঠিক করে বললে সে ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক। প্রত্নতত্ত্ববিদরা নব্যপ্রস্তর যুগেও প্রাথমিক ক্যালেন্ডারের নিদর্শন পেয়েছেন। সেটা অবশ্য এক ধরনের সময় গণনার ধারণা ছিল। তবুও সেটিকে ক্যালেন্ডারেরই সূচনা বলা চলে। নব্যপ্রস্তর যুগ হলো প্রস্তর যুগের একেবারে শেষের অংশ। এর সূচনা হয়েছিল প্রায় ১২ হাজার বছর আগে।

ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত প্রথম ক্যালেন্ডারের দেখা মেলে ব্রোঞ্জ যুগে। বানিয়েছিল সুমেরীয়রা। সুমের জায়গাটির অবস্থান ছিল বর্তমান দক্ষিণ ইরাক। তাদের ক্যালেন্ডার একইসাথে ছিল সূর্য ও চন্দ্রভিত্তিক। ক্রমে ক্রমে মিশরীয়, আসিরীয় ও প্রাক-ইরানীয়দের হাতে ক্যালেন্ডার প্রস্তুত হয়। আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের হাতে লৌহ যুগে বহুসংখ্যক ক্যালেন্ডারের প্রচলন হতে দেখা যায়।

বাংলা ক্যালেন্ডারের ইতিহাস সে তুলনায় খুব নতুন। বঙ্গাব্দের সূচনা সম্পর্কে দুটো মত প্রচলিত আছে। একটি মত অনুসারে এর সূচনা করেন গৌড় রাজা শশাঙ্ক। প্রায় সপ্তম শতকের দিকে। আরেকটি মত অনুসারে বাংলা সনের সূচনা হয় মুঘল সম্রাট আকবরের উদ্যোগের মাধ্যমে। সে সময় হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে সকল কাজকর্ম পরিচালিত হত। সেটা বিভিন্ন দিক থেকে সুবিধাজনক হলেও কিছু কিছু কাজের জন্য আবার অসুবিধাজনক ছিল। এর প্রধান কারণ হলো, হিজরি পঞ্জিকা চন্দ্র নির্ভর। ফলে চান্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে প্রায় ১১ দিন কম হয়। মোটামুটি ৩৫৪ দিনে একটি চান্দ্র মাস শেষ হয়।

কিন্তু পৃথিবীর জলবায়ু নির্ভর করে সূর্যের ওপর। সূর্যের আলো ও তাপ পেয়েই পৃথিবীর বুকে ফসল জন্মে। সূর্যের অবস্থানের কারণেই ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল ফলে। ফলে পঞ্জিকা সূর্য নির্ভর হলে বাস্তব কাজকর্মে, বিশেষ করে কৃষিকাজে অনেক সুবিধা হয়। এই বিষয়টিই সম্রাট আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তিনি নিজে তো আর পঞ্জিকা প্রস্তুত করার জন্য উপযুক্ত মানুষ নন। ফলে দায়িত্বটা দেওয়া হয় পারস্য থেকে আগত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমির ফতুল্লাহ শিরাজিকে।

সে সময় পারস্যে ফার্সি বর্ষপঞ্জী প্রচলিত ছিল। প্রচলিত আছে আজও অবশ্য। ততটা জনপ্রিয় নয় আর কি। ফার্সি পঞ্জিকার অনুসারেই তৎকালীন হিজরি পঞ্জিকা থেকে সূচনা করা হয় বাংলা সনের। তখন হিজরি ৯৯২ সাল এবং ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দ। সম্রাট আকবর সিংহাসনে বসেন ৯৬৩ হিজরি সালে। তাই তিনি নির্দেশ দেন যাতে সেই সময় থেকেই বাংলা সন গণনা করা হয়। এ কারণে ৯৬৩ সাল থেকেই বাংলা সন গণনা শুরু হয়। হিজরি মাসের প্রথম মাস মহররম। আর বাংলা প্রথম মাস হয় বৈশাখ।

অন্য অনেক পঞ্জিকার মাসের মতোই বাংলা মাসগুলোর প্রতিটি মাসের বিপরীতে একটি করে রাশির নাম প্রচলিত আছে। সাধারণত রাশি বললে জ্যোতিষবিজ্ঞানের কথা মাথায় আসে। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাশির ভিন্ন অর্থ। পৃথিবী মোটামুটি ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যকে পুরোটা ঘুরে আসে। পৃথিবীর এই বার্ষিক গতির কারণে প্রতিদিনই রাতের আকাশে দৃশ্যমান নক্ষত্রদের অবস্থান একটু একটু করে বদলে যায়। আর সূর্যের তুলনায় আকাশের দূরবর্তী নক্ষত্রদের চলাচল পৃথিবীর সাপেক্ষে খুব ধীর। ফলে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে সূর্যের বিপরীতে একেক সময় একেক নক্ষত্র থাকে। পুরো আকাশের নক্ষত্রদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ৮৮টি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। এ অঞ্চলগুলোর প্রতিটির নাম একেকটি তারামণ্ডল। এ ৮৮টি তারামণ্ডলের মধ্যে পুরো এক বছরে সূর্য মোট ১৩টি অঞ্চল অতিক্রম করে। অর্থাৎ, পৃথিবী থেকে দেখলে সূর্য সারা বছরের সবসময় এই ১৩টি অঞ্চলের কোনো না কোনো একটিতে অবস্থান করে বলে মনে হয়।

আর এই ১৩টি অঞ্চলকেই বলা হয় রাশিচক্র। অবশ্য প্রাচীনকালে সূর্য ১৩টির বদলে ১২টি অঞ্চল অতিক্রম করত। কালের বিবর্তনে সেই ১২টি অঞ্চলের সাথে আরেকটি অঞ্চল যুক্ত হয়েছে। কিন্তু অপবিজ্ঞান জ্যোতিষবিদ্যা বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় এখনও পত্রিকার রাশিচক্রে ১২টি রাশিই পাওয়া যায়। একইভাবে বাংলা সনের প্রতিটি মাসের সাথেও একটি করে রাশি যুক্ত আছে। যেমন বৈশাখ মাসে সূর্য অবস্থান করে মেষ রাশিতে। পরের মাসে অবস্থান করে বৃষ রাশিতে। আষাঢ় মাসে চলে আসে মিথুন রাশিতে। অবশ্যই এখানে রাশি মানে একেকটি আলাদা আলাদা তারামণ্ডল।

আমরা এখন যাকে খ্রিষ্টীয় সাল বলে জানি সেটি আসলে জুলীয় পঞ্জিকার পরিবর্তিত সংস্করণ গ্রেগরীয় সাল। জুলীয় বর্ষপঞ্জির সূচনা হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৪৬ সালে। সূচনা করেন রোম সাম্রাজ্যের জুলিয়াস সিজার। ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগোরি একে উন্নতিসাধন করে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন করেন। জুলীয় থেকে গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় যাওয়ার মূল কারণ ছিল অতিমাত্রায় অধিবর্ষের উপস্থিতি। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে ৩৬৫ দিনের চেয়ে একটু বেশি সময় লাগে বলে কিছু বছর পর পর ৩৬৫ দিনে বছর ধরে বানানো পঞ্জিকায় একটি নতুন দিন যোগ করতে হয়। জুলীয় পঞ্জিকার সেই যোগের নিয়ম ভালভাবে কাজ করত না। ফলে নতুন করে অধিবর্ষের নিয়ম বানিয়ে গ্রেগরীয় পঞ্জিকা বানানো হয়। আর সৌর ভিত্তিক পঞ্জিকা হওয়ায় বাংলা সালেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় বাড়তি একটি দিন যুক্ত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। অধিবর্ষের বছর একটি দিন বেড়ে মাসটি হয় ২৯ দিনের।

অন্য দিকে বাংলা সালের প্রথম সংস্করণ অনুসারে প্রথম পাঁচ মাস ছিল ৩১ দিনের ও পরের ছয় মাস ৩০ দিনের। সর্বমোট ১৫৫ + ২১০ = ৩৬৫ দিন। আর গ্রেগরীয় অধিবর্ষের সালে বাংলা সালেও যুক্ত হত বাড়তি একটি দিন। সে বছর ফাল্গুন মাস ৩০ দিনের বদলে হত ৩১ দিন।

তবে এ বছর থেকে পাল্টে গেছে বাংলা সনের নিয়ম। স্বাভাবিক নিয়মে এমনিতে প্রতিটি বছর ৩৬৫ দিনেরই থাকছে। আগের নিয়মে প্রথম পাঁচ মাস- বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র - ছিল ৩১ দিনের। নতুন নিয়মে আশ্বিন মাসসহ প্রথম ৬টি মাস হবে ৩১ দিনের। আর ফাল্গুন ছাড়া বাকি পাঁচটি মাস হবে ৩০ দিনের। শুধু ফাল্গুন মাস হবে ২৯ দিনের। তবে অধিবর্ষের সময় এক দিন বেড়ে গিয়ে এই মাসটি হবে ৩০ দিনের। তাহলে মোট ১৮৬ + ১৩০ + ২৯ = ৩৬৫।

এই নিয়মের ফলে এ বছর বসন্ত বরণ হয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারির বদলে ১৪ ফেব্রিয়ারিতে। তবে এটি উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো যে দিবসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সবসময় বাংলায়ও সে দিবসেই অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। ফলে আন্তর্জাতিক দিবসগুলোর সাথে বাংলা তারিখ সবসময় সমন্বিত থাকবে ভবিষ্যতে।

সূত্র: বিবিসি, উইকিপিডিয়া, কোরা ডট কম।, বাংলাপিডিয়া।

লেখক, প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ।

<https://www.quora.com/Are-Babylonians-Sumerians-and-Mesopotamians-the-same>

https://www.bbc.com/bengali/news-50082316

<https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer>